তারিখ 06 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

এবার গ্রন্থমেলায় গুচ্ছ স্টল ও প্যাভিলিয়ন

■ এসএম মুন্না

লেখক, পাঠক, প্রকাশক আর সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষের প্রাণের মেলা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬'-এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এবার ভিন্ন আঙ্গিকে মেলা সাজানো হবে। বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে প্যাভিলিয়ন ও স্টল বরাদ্দের জন্য জরিপ চলছে। গুচ্ছ গুচ্ছ করে স্টল ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হবে। যাতে প্রতিটি গুচ্ছে সব ধরনের চাহিদামাফিক বই পাওয়া যায়। প্রতি গুচ্ছের নামকরণ করা হবে ভাষাসংগ্রামীদের নামে। কয়টি গুচ্ছ করা হচ্ছে তা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। সে বিষয়ে এখন মাঠ জরিপ চলছে। মেলায় প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য চারটি করে মোট ৮টি পথ রাখা হচ্ছে। প্রকাশকদের বই আনা-নেওয়ার সুবিধার্থে আলাদা পথ রাখা হবে। কঠোর নিরাপত্তা দিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবার মেলায়। মেলায় মূল চৌহদ্দির কয়েক গজ আগে থেকেই নজরদারি শুরু হবে।

মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে তথ্য চেয়ে কয়েকদিন আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলা একাডেমি। গতকাল মঙ্গলবার থেকে তথ্য ফরম ছেড়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এটি পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। স্টল বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরবর্তী সময়ে লটারির মাধ্যমে ১ থেকে শুরু করে সর্বাধিক ৪ ইউনিট বিশিষ্ট স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে। গতবারের মতো ২০ ফুট বাই ২০ ফুট আকারে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে রেখেছে মেলা কমিটি। জায়গা সংকুলান হলে প্যাভিলিয়নের পরিধি কিছুটা বাড়তে পারে বলে জানা গেছে। একাডেমির মূল প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উভয় অংশে বাংলা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

এবার গ্রন্থমেলায়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

একাডেমির স্টল থাকবে। মেলার নীতিমালা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যে তা প্রকাশ করা হবে। বইমেলা আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এরই মধ্যে জ্ঞান ও সৃজন প্রকাশনা সমিতির পক্ষ থেকে কয়েক দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমিকে। তাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী এবার শিশুতোষ বইয়ের স্টল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে থাকবে। পুরো মেলাটি ওয়াইফাই জোনের আওতায় আনা হবে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা এবং নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। মেলায় যারা অংশ নেবেন তাদের অবশ্যই অগ্নিবীমা করতে হবে– এ ধরনের শর্ত নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাদের অগ্নিবীমা থাকবে না তাদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে বেরোনো প্রতিটি নতুন বইয়ের একটি করে কপি আর্কাইভ ও জাতীয় গণগ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে। এ নিয়মটি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি-না, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এখন থেকেই।

একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ সমকালকে বলেন, 'মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিনই বৈঠক করে মেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি জানান, যথারীতি মেলার নীতিমালা মেনে এবারও স্টল বরাদ্দ দেওয়া হবে। স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বছরে বিশটি নতুন বই অথবা সর্বমোট ১০০ বই থাকার শর্ত গত বছরের মতো এবারও বহাল রয়েছে।

একাডেমির সূত্র জানায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে বইমেলাটি আরও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে মেলা কমিটি। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মূল মঞ্চে মাসব্যাপী এই মেলা যথারীতি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। ওইদিন বিকেল ৩টায় মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেলার সময় আধা ঘণ্টা কমানো হয়েছে। আগে রাত সাড়ে ৮টায় মেলার দ্বার বন্ধ হতো। এবার বন্ধ হবে রাত ৮টায়। তবে মেলা খোলার সময়সূচি আগের মতোই থাকছে। মেলায় বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত লেখক-সাহিত্যিককে সম্মানিত অতিথি করে আনার চেষ্টা করছে একাডেমি কর্তৃপক্ষ। মেলা শুরুর দুই-একদিন আগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার ও উপহারসামগ্রী তুলে দেবেন। এবার মূল মঞ্চে আলোচনার থিম হবে 'বাংলা একাডেমির হীরকজয়ন্তী'।